সংবাদ

তারিখ ... 4 AUG 2013 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

উচ্চশিক্ষায় আসন সংকট নেই

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

এবার উচ্চ শিক্ষাঙ্গনে ভর্তিতে কোন আসন সংকট হবে না। তবে গত বছরের চেয়ে জিপিএ-৫ প্রায় তিন হাজার কম হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিতে শিক্ষার্থীদের ব্যাপক প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হবে। গত বছর এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষায় দশ বোর্ড থেকে জিপিএ-৫ পেয়েছিল মোট ৬১ হাজার ১৬২ জন ছাত্রছাত্রী, এবার জিপিএ-৫ পেয়েছে ৫৮ হাজার ১৯৭ জন। আর এবার এই পরীক্ষায় মোট উত্তীর্ণ হয়েছে সাত লাখ ৪৪ হাজার ৮৯১ জন এবং গত বছর পাস করেছিল ৭ লাখ ২১ হাজার ৯৭৯ জন শিক্ষার্থী।

আসন সংখ্যা নিয়ে শিক্ষার্থীদের উদ্বেগের অবসান ঘটিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। তিনি গতকাল সংবাদকে বলেছেন, এসএসসি পরীক্ষার পরেও আসন সংকট নিয়ে একটা প্রশ্ন সামনে চলে আসে। এবারও তাই। আসলে অনেক শিক্ষার্থী ভালো ফল করায় ভালোমানের প্রতিষ্ঠানে বেশি প্রতিযোগিতা হবেই। কিন্তু বাস্তবতা হলো কৃতকার্যদের ভর্তিতে কোন সংকট হবে না। সবাই উচ্চ শিক্ষাঙ্গনে ভর্তি হতে পারবে।

শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানান, গত বছরের চেয়ে এবার জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় তিন হাজার কম হওয়ায় কাঙ্ক্ষিত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারি মেডিকেলে ভর্তি হতে মেধাবীরা গত বছরের চেয়ে এবার বেশি প্রতিযোগিতার মুখে পড়বে। তবে উচ্চশিক্ষায় মোট আসনে কোনই সংকট হবে না। কারণ গত বছরের চেয়ে এবার প্রায় ২৩ হাজার শিক্ষার্থী

আসন : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

আসন : সংকট নেই

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বেশি উত্তীর্ণ হলেও এ বছর উচ্চ শিক্ষাঙ্গনে আসন সংখ্যাও বেড়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি। ফলে পাস করা সবাই স্নাতক প্রথম বর্ষে ভর্তি হতে পারবে।

এদিকে এ বছর হচ্ছে না একই ধরনের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজের মতো ক্লাস্টার বা গুচ্ছভিত্তিক ভর্তি পরীক্ষা। ইতোমধ্যেই অনেক বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি কার্যক্রম শুরু করেছে। এমন দাবি করে চলতি বছর থেকে গুচ্ছভিত্তিক ভর্তি পরীক্ষা নেয়া সম্ভব নয় বলে সম্প্রতি মত দিয়েছেন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যরা। এ অবস্থায় আগামী বছর থেকে মেডিকেল কলেজের মতো ক্লাস্টার বা গুচ্ছভিত্তিক ভর্তি পরীক্ষা নেয়া হতে পারে বলে জানিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

অসংখ্য পরীক্ষার বিড়ম্বনা থেকে পরীক্ষার্থীদের মুক্ত করতে গতকাল ফলাফলের অনুলিপি গ্রহণ করার সময়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও পরীক্ষা কমানোর কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, "যদিও এটি পুরোপুরিই আমার ব্যক্তিগত মতামত।"

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) ও জাতীয় শিক্ষা তথ্য পরিসংখ্যান ব্যুরোসহ (ব্যানবেইস) সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, স্নাতক পর্যায়ে ভর্তির জন্য দেশের সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ ও অন্য প্রতিষ্ঠানে আসন রয়েছে পাস করা শিক্ষার্থীদের তুলনায় অনেক বেশি। গত বছরও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীভুক্ত বিভিন্ন অনার্স কলেজ ও বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রয়োজনীয় শিক্ষার্থী পায়নি। বিপুলসংখ্যক আসন খালি ছিল।

ইউজিসি ও ব্যানবেইসের তথ্যানুযায়ী দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেই এবার ভর্তিযোগ্য আসন আছে ৫০ হাজার। এর মধ্যে এক হাজারের ওপর আসন আছে বেশ কিছু প্রতিষ্ঠানে। এরমধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আসন সংখ্যা প্রায় ছয় হাজার, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বুয়েট) এক হাজার, ঢাকা মেডিকেল কলেজে প্রায় তিন হাজার, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় তিন হাজার, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন হাজার, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় তিন হাজার, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় এক হাজার, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে চার হাজার, কুষ্টিয়ার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে দেড় হাজার, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই হাজার আসন আছে।

এবার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স কলেজের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৫শ'। যেখানে দুই লাখ শিক্ষার্থী ভর্তি হলেও আসন খালি থাকবে বলে জানিয়েছেন পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা বদরুজ্জামান। তিনি সাংবাদিকদের বলেন, এবার ডিগ্রি পাস কোর্সেও ভর্তি হয়েছে তিন লাখের বেশি শিক্ষার্থী। আগামী বছরও সেই সুযোগ থাকছে। এছাড়া কলেজ অব লেদার টেকনোলজিতে আসন আছে প্রায় ৪শ'।

অন্যদিকে এবার বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় এখানেও ভর্তির সুযোগ বেড়েছে। সরকার অনুমোদিত ৭১টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে এবার এক লাখের বেশি আসন আছে। তবে সংশ্লিষ্টরা বলছেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে আসনের কোন সীমানা নেই। যত শিক্ষার্থী তত আসন সংকুলান করা সম্ভব। এছাড়া ২২টি সরকারি মেডিকেল, ৫৩টি বেসরকারি মেডিকেল ও ৯টি ডেন্টাল কলেজে এবার আসন আছে সাড়ে আট হাজার। ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজিতে (বিএসসি) আছে আরও বেশ কিছু আসন।

আসন সম্পর্কে ইউজিসি কর্মকর্তারা সংবাদকে বলেছেন, পরীক্ষার পর আসন সংখ্যা নিয়ে নানা রকম তথ্য প্রকাশ হওয়ায় শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মাঝে ভীতি বেড়ে যায়। আসলে সার্বিক আসন বিবেচনা করলে আসন সংকট হবে না। তবে অধিকসংখ্যক শিক্ষার্থী ভালো ফল করায় স্বাভাবিকভাবেই ভালোমানের প্রতিষ্ঠান বিশেষত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজের ওপর চাপ পড়বে।

ক্লাস্টার পদ্ধতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ভর্তির বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ আলোচিত এ পরীক্ষা পদ্ধতি সম্পর্ক বিষয়ে বলেছেন, সরকার শিক্ষার্থীদের ভর্তি সহজ করার বিষয়ে আন্তরিক। তবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ওপর কিছু চাপিয়ে দিতে চাই না। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার ঘটিয়ে ভর্তিচ্ছুদের সময়, অর্থ ও ভোগান্তি কমানোর বিষয়টিতে গুরুত্ব দিতে হবে। উপাচার্যরাও সরকারের এ উদ্যোগের সঙ্গে একমত পোষণ করেন।